বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১২-২০১৩

প্রথম খণ্ড

[অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর অধীনস্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন ২০টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৬৬টি শাখার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান এর উপর ২০০৯-১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স বিধানের অনুচ্ছেদ -১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১২-২০১৩

প্রথম খণ্ড

[অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর অধীনস্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন ২০টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৬৬টি শাখার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান এর উপর ২০০৯-১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	প্রথম অধ্যায়	১
৩	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৬
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-১৫
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৫
৬	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর অধীনস্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন ২০টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৬৬টি শাখার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান এর উপর ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ৭ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

১০ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ ----------
২৩ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	২	৩
১.	হিমায়িত চিংড়ি মাছ রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানিকৃত মাছের নীট ওজনের পরিবর্তে মাছের বরফাচ্ছাদিত ওজনের উপর বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	৪৫,৮২,১২,৫১৪/-
২.	৫ পাউন্ড খুচরা প্যাক (Retail Pack) এর স্থলে ৫ পাউন্ডের বেশী হিমায়িত মাছ রপ্তানির বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় সরকারি আর্থিক ক্ষতি।	২১,০৭,৪৫,৩৬০/-
৩.	চামড়ার জুতা, স্যান্ডেল ও ব্যাগ রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	১,০৬,৪৯,৩০৬/-
৪.	রপ্তানিকৃত পণ্য Leather Foot Wear এর নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার/ সিলিং না থাকা সত্ত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে সর্বনিম্ন হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ।	১,৩৮,৭৮,৪০৭/-
৫.	সরাসরি/প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিটিএমএ-এর প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন হওয়ার কথা তা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ দেখিয়ে উক্ত সরবরাহকৃত বস্ত্র মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	১,৫৩,৬৫,১২১/-
৬.	সরাসরি/প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিটিএমএ-এর প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন হওয়ার কথা তা অপেক্ষা কম বস্ত্র সরবরাহ করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বস্ত্র মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	২,৮০,৫৩,৩৭৬/-
৭.	নগদ সহায়তা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের বিল সমূহ নিরীক্ষার জন্য নিয়োজিত সি এ ফার্মের পরিশোধিত বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট কম কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,১৩,০৪,১০৫/-
	সর্বমোট	৭৪,৮২,০৮,১৮৯/-

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ২০০৯-২০১২।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ ২০টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিম্নবর্ণিত ৬৬টি শাখা (Audited Units)

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	মোট শাখার সংখ্যা
১	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	১৪
২	ওয়ান ব্যাংক লিঃ	৩
৩	এইচ এস বি সি লিঃ	৩
৪	সোনালী ব্যাংক লিঃ,	১০
৫	জনতা ব্যাংক লিঃ,	১৩
৬	এ বি ব্যাংক লিঃ	১
৭	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিঃ	৪
৮	প্রাইম ব্যাংক লিঃ	৩
৯	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	৩
১০	এক্সিম ব্যাংক লিঃ	২
১১	শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক লিঃ	১
১২	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ	১
১৩	বেসিক ব্যাংক লিঃ	১
১৪	আই এফ আই সি ব্যাংক লিঃ	১
১৫	ব্যাংক এশিয়া লিঃ	১
১৬	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	১
১৭	রূপালী ব্যাংক লিঃ	১
১৮	সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ	১
১৯	সোসাল ইসলামি ব্যাংক লিঃ	১
২০	মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ	১

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষার সময় ঃ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও দৈবচয়নের মাধ্যমে ভাউচারসমূহ নমুনায়ন।

সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত প্রযোজ্য বিধি-বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ভর্তুকির নির্ধারিত হার সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করা।
- মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা-১৯৯১, কাষ্টম-এ্যাক্ট-১৯৬৯ যথাযথভাবে পরিপালন করা ।
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা নীতিবিভাগ কর্তৃক জারীকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও আদেশসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করা ।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- বিভিন্ন সময়ে অর্থ বিভাগ এবং বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর জারীকৃত বিভিন্ন সার্কুলার, নীতিমালা ও আদেশসমূহ এবং সরকারি বিধি-বিধান প্রতিপালন না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- বিভিন্ন সময়ে অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানি ভর্তুকি সংক্রান্ত জারীকৃত বিভিন্ন নীতিমালা ও আদেশ এবং মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি-১৯৯১, কাষ্টমস এ্যাক্ট-১৯৬৯ এর আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।
- রাজস্ব ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অর্থ আদায়ের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- Cash Incentive/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি বিধান প্রতিপালন করা প্রয়োজন।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ আবশ্যক।
- ব্যবস্থাপনায় মনিটরিং সিস্টেম জোরদারকরণ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদ সমূহ)

অনুঃ নং- ১

শিরোনাম ঃ হিমায়িত চিংড়ি মাছ রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানিকৃত মাছের নীট ওজনের পরিবর্তে মাছের বরফাচ্ছাদিত ওজনের ওপর বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৪৫,৮২,১২,৫১৪/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ ০৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১৫টি শাখার ২০০৯-২০১২ সনের রপ্তানি ভর্তুকি/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, হিমায়িত চিংড়ি মাছ রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানিকৃত মাছের নীট ওজনের পরিবর্তে মাছের বরফাচ্ছাদিত ওজনের উপর বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা বাবদ ৪৫,৮২,১২,৫১৪/- টাকা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে যা আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ ঃ পণ্য আমদানি/ রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যের আকৃতি ও গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার জন্য পণ্যের ধরন অনুযায়ী মোড়ক সামগ্রী ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে রপ্তানিকৃত হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য বরফাচ্ছাদিত করা হয় যা মাছের মোড়ক সামগ্রী হিসেবে গণ্য। উল্লেখ্য বাংলাদেশ ব্যাংক এর পত্র নম্বর এফ ই পি ডি (কম) ২৯১ (হিমায়িত মাছ) নীতি ২০০৩-৬৬১, তারিখ ০৩-০৬-২০০৩ মোতাবেক ইউনিট প্রতি পাউন্ড (সিলিং সীমা) চিংড়ির ক্ষেত্রে ৩·৭৯ মার্কিন ডলার ও অন্যান্য মাছের ক্ষেত্রে ১·১০ ডলার এর উপর নগদ সহায়তা প্রাপ্য। অর্থাৎ প্রকৃত রপ্তানিকৃত মাছের ওজনের উপর সিলিং সীমা র্নিধারিত। রপ্তানিকারকগণ রপ্তানিকৃত মাছের গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য Glaze (বরফাচ্ছাদন) দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বরফের ওজনসহ মাছের সিলিং রেইট নির্ধারণ করার সুযোগ নেই। আলোচ্য ক্ষেত্রে বরফের ওজনসহ মাছের ওজন ধরে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যা প্রাপ্য নয়। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০১" দ্রষ্টব্য।]

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ যাচাই বাছাইপূর্বক জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার এফ-ই সার্কুলার মোতাবেক নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়নি বিধায় আলোচ্য অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ৪৫,৮২,১২,৫১৪/- টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুঃ নং-২

শিরোনাম	ঃ	৫ পাউন্ড খুচরা প্যাক (Retail Pack) এর স্থলে ৫ পাউন্ডের বেশী ওজনের হিমায়িত মাছ রপ্তানির বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ২১,০৭,৪৫,৩৬০/- টাকা ।
বিবরণ	ঃ	০৪ (চার) টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ০৭টি শাখার ২০০৯-১২ সনের রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, হিমায়িত চিংড়ি ও ইলিশ মাছের রপ্তানি মূল্য যথাক্রমে ১,৭২,২৪,০২৩/- টাকা ও ১৫,০৩,১১৮/- টাকা যা ১০/২০ কেজির প্যাকেটে রপ্তানি করা হয়েছে। হিমায়িত সাদা (অন্যান্য) মাছের রপ্তানি মূল্য ১৯,২০,১৮,২১৯/- টাকা যা ১০০ কেজি/ ১৫০ কেজির ঝুড়িতে বাল্ক আকারে রপ্তানি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এফ ই সার্কুলার মোতাবেক ৫ পাউন্ড (Retail Pack) এর স্থলে ৫ পাউন্ডের বেশী ওজনের হিয়ামিত মাছ রপ্তানির বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা বাবদ ২১,০৭,৪৫,৩৬০/- টাকা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০২" দ্রষ্টব্য।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং যথাক্রমে, ২৩ তারিখ ১২-১২-২০০২, এফ ই পি ডি (কম) ২৯১ (হিমায়িত মাছ) নীতি/ ২০০৩-৫৯১, তারিখ ১৮-০৫-২০০৩ ও ৬৬১, তারিখ ০৩-০৬-২০০৩ মোতাবেক হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ ভোক্তা পর্যায়ে ছোট প্যাকেট (Retail Pack-সর্বোচ্চ ৫ পাউন্ড পর্যন্ত প্যাকেট) রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রাপ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে ৫ পাউন্ডের স্থলে ৫ পাউন্ডের অধিক ওজনের প্যাক রপ্তানি করা হয়েছে, ফলে নগদ সহায়তা প্রাপ্য নয়।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	যাচাই বাছাইপূর্বক জবাব প্রদান করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক নয়। বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সার্কুলার পত্র নং এফ ই পি ডি (কম)/২৯১/(হিমায়িত মাছ) নীতি/২০০৩-৫৯১, তারিখ ১৮-০৫-২০০৩ খ্রিঃ ও ৬৬১, তারিখ ০৩-০৬-২০০৩ খ্রিঃ মোতাবেক হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ ভোক্তাপর্যায়ে ছোট প্যাক (Retail Pack) রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রাপ্য। উক্ত আদেশ অনুযায়ী Retail Pack বলতে IQF(Individual Quick Frozen) সর্বোচ্চ ৫ পাউন্ড (২·৫ কেজি) পর্যন্ত ওজনের হিমায়িত মাছের প্যাকেট রপ্তানিকে বুঝায়। কিন্তু রপ্তানিকারকগণকে ৫ পাউন্ডের বেশী ২×৫ কেজি, ১×১০ কেজি এবং Bulk হিসাবে (৫ কেজি-১০ কেজি) হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যা প্রাপ্য নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, IQF (Individual Quick Frozen) যা আলাদা আলাদাভাবে হিমায়িত করা হয়েছে কিন্তু আলাদাভাবে প্যাকেটজাত নয়। IWP (Individual Wrapped Pack) মানে আলাদা আলাদাভাবে প্যাকেটজাত বুঝায়। এমতাবস্থায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	বর্ণিত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ২১,০৭,৪৫,৩৬০/-টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রমাণক প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-৩

শিরোনাম	ঃ	চামড়ার জুতা, স্যান্ডেল ও ব্যাগ রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ১,০৬,৪৯,৩০৬/- টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	০৩ (তিন) টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ০৬ টি শাখার ২০০৯-১২ সনের রপ্তানি ভর্তুকি/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, চামড়ার জুতা ও স্যান্ডেল রপ্তানির বিপরীতে অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ১,০৬,৪৯,৩০৬/- টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
অনিয়মের কারণ	ঃ	বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ ই সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ১৭-০৪-২০০০ এর ২নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক নীট এফওবি মূল্য যা পরিশিষ্টে বর্ণিত ডেডো কর্তৃক চামড়ার রপ্তানিকৃত প্রতি জোড়া জুতা, স্যান্ডেল ও ব্যাগ এর নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং যথাক্রমে US$ ২০, US$ ৬ ও US$ ২২ থাকা সত্ত্বেও বিধি-বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত মূল্যের উপর নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা সঠিক নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতি জোড়া জুতা/স্যান্ডেলের মূল্য সর্বোচ্চ সিলিং এর অতিরিক্ত হলে নির্ধারিত সিলিং অনুযায়ী মূল্য এবং সিলিং মূল্যের কম হলে ইনভয়েসে উল্লিখিত মূল্যই হিসাবে নিয়ে নগদ সহায়তা প্রদান করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ইনভয়েসে উল্লিখিত জুতা, স্যান্ডেল ও ব্যাগের প্রতিটি স্টাইল (মডেল) এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন হার না ধরে গড় হার ধরে হিসাব করে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা নিয়ম বহির্ভূত। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৩ " দ্রষ্টব্য।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	যাচাই বাছাইপূর্বক জবাব প্রদান করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এফ-ই সার্কুলার ও ডেডো কর্তৃক নির্ধারিত সিলিং মোতাবেক নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়নি বিধায় আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	বর্ণিত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১,০৬,৪৯,৩০৬/- টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রমাণক প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-৪

শিরোনাম	ঃ	রপ্তানিকৃত পণ্য Leather Foot Wear এর নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার/সিলিং না থাকা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে সর্বনিম্ন হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,৩৮,৭৮,৪০৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি ।
বিবরণ	ঃ	জনতা ব্যাংক লি:, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০-২০১২ সনের রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Leather Foot Wear এর নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার/সিলিং না থাকা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে সর্বনিম্ন হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,৩৮,৭৮,৪০৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
অনিয়মের কারণ	ঃ	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ ই সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ঃ ১৭-০৪-২০০০ এর ২নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক নীট FOB মূল্য যা পরিশিষ্ট-"A" তে বর্ণিত DEDO কর্তৃক রপ্তানিকৃত চামড়ার জুতা ও স্যান্ডেলের নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং প্রতিজোড়া যথাক্রমে US$ ২০ ও US$ ৬। কিন্তু এক্ষেত্রে Leather Foot Wear রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার কোন সিলিং না থাকায় চামড়ার জুতা ও স্যান্ডেলের সিলিং এর মধ্যে যা কম সেই সিলিং হারে প্রাপ্য। এক্ষেত্রে বিধিবর্হিভূতভাবে সর্বনিম্ন সিলিং এর চেয়ে অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে- যা প্রাপ্য নয় । [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৪" দ্রষ্টব্য ।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	যাচাই বাছাইপূর্বক জবাব প্রদান করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এফ-ই সার্কুলার ও ডেডো কর্তৃক নির্ধারিত সিলিং মোতাবেক নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়নি বিধায় আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	বর্ণিত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১,৩৮,৭৮,৪০৭/- টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুঃ নং- ৫

শিরোনাম	ঃ	সরাসরি/প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিটিএমএ-এর প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন হওয়ার কথা তা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ দেখিয়ে উক্ত সরবরাহকৃত বস্ত্র মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,৫৩,৬৫,১২১/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	০৮ টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ০৮ শাখার ২০০৯-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন কোম্পানির রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা আবেদন পত্র এলসি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট, শিপিং বিল, ইএক্সপি, বিল অব লেডিং, পিআরসি ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সরাসরি/প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিটিএমএ-এর প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন হওয়ার কথা তা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ বস্ত্র প্রদর্শনপূর্বক উক্ত বস্ত্রের মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,৫৩,৬৫,১২১/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে যা আদায়যোগ্য।
অনিয়মের কারণ	ঃ	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর "এফ-ই সার্কুলার নং যথাক্রমে-০৯ তারিখ ঃ ০৫-০৩-২০০১ এর ফরম গ (পৃষ্ঠা-৩)-তে উল্লিখিত রপ্তানিমুখী বস্ত্র/বস্ত্রসামগ্রী উৎপাদনকারী রপ্তানিকারকের আবেদন পত্রের "ঙ" অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় সুতা হতে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকগণ নগদ সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মূল্য/স্বীয় প্রতিষ্ঠানে দেশীয় সুতা দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটির উপর নির্ধারিত হারে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে।" বিধি অনুযায়ী বিটিএমএ হতে প্রত্যয়নকৃত সরবরাহকৃত সুতা হতে সর্বোচ্চ ৭% অপচয় বাদ দিতে হবে। প্রকৃত উৎপাদিত বস্ত্রের উপর নগদ সহায়তা প্রদান করার কথা থাকলেও এক্ষেত্রে সরবরাহকৃত দেশীয় সুতার বিপরীতে উৎপাদিত বস্ত্রের চেয়েও অতিরিক্ত বস্ত্রের উপর নগদ সহায়তা প্রদান করায় সরকারের উক্ত টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, যে পরিমাণ সুতা সরবরাহ করা হয়েছে পোশাকের নীট ওজন তার থেকে বেশী যা কোনভাবে বাস্তবসম্মত নয়। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৫" দ্রষ্টব্য।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	ইউডি/ বিটিএমএ এর প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন হয়েছে তার সম্পূর্ণটাই রপ্তানিকৃত পোশাক ব্যবহার করা হয়েছে। আপত্তিতে যে অধিক বস্ত্র সরবরাহ করার কথা বলা হয়েছে তা সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক নয়। রপ্তানিকৃত পোশাকের বিপরীতে যে পরিমাণ সুতা ব্যবহার করা হয়েছে সরবরাহকৃত ফেব্রিক্সের পরিমাণ তা অপেক্ষা বেশী দেখানো হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত ব্যবহৃত ফেব্রিক্সের মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা বাবদ বর্ণিত টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে, যা আদায়যোগ্য।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	বর্ণিত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১,৫৩,৬৫,১২১/- টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুঃ নং- ৬

শিরোনাম	ঃ	সরাসরি/প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিটিএমএ-এর ত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন হওয়ার কথা তা অপেক্ষা কম বস্ত্র সরবরাহ করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বস্ত্র মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ২,৮০,৫৩,৩৭৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	০৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ০৮টি শাখার ২০০৯-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন কোম্পানির রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা আবেদন পত্র, এলসি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, শিপিং বিল, ইএক্সপি, বিল অব লেডিং, পিআরসি ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সরাসরি/প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিটিএমএ-এর প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন হওয়ার কথা তা অপেক্ষা কম বস্ত্র সরবরাহ করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বস্ত্র মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ২,৮০,৫৩,৩৭৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে যা আদায়যোগ্য।
অনিয়মের কারণ	ঃ	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর "এফ-ই সার্কুলার নং যথাক্রমে-০৯, তারিখ ঃ ০৫-০৩-২০০১-এর ফরম গ (পৃষ্ঠা-৩) তে উল্লিখিত রপ্তানিমুখী বস্ত্র/বস্ত্রসামগ্রী উৎপাদনকারী রপ্তানিকারকের আবেদন পত্রের "ঙ" অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় সুতা হতে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকগণ নগদ সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মূল্য/স্বীয় প্রতিষ্ঠানে দেশীয় সুতা দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটির উপর নির্ধারিত হারে নগদ সহায়তা প্রাপ্য" হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে রপ্তানিকারকগণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিটিএমএ হতে প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা যে পরিমাণ পোশাক উৎপাদন হওয়ার কথা তার চেয়ে কম পরিমাণ পোশাক উৎপাদন করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ রপ্তানি মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করায় সরকারের উক্ত টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৬" দ্রষ্টব্য।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	ইউডি/বিটিএমএ এর প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন হয়েছে তার সম্পূর্ণটাই রপ্তানিকৃত পোশাক ব্যবহার করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক নয়। রপ্তানিকৃত সুতা পোশাকের বিপরীতে যে পরিমাণ ইয়ার্ন ব্যবহার করা হয়েছে উক্ত ইয়ার্নের মাধ্যমে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হওয়ার কথা তা অপেক্ষা কম বস্ত্র সরবরাহ করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বস্ত্র মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করায় বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে, যা আদায়যোগ্য।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	বর্ণিত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ২,৮০,৫৩,৩৭৬/- টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুঃ নং- ৭

শিরোনাম ঃ **নগদ সহায়তা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের বিলসমূহ নিরীক্ষার জন্য নিয়োজিত সি এ ফার্মের পরিশোধিত বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট কম কর্তন করায় ১,১৩,০৪,১০৫/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ ১৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২৩ টি শাখার ২০০৯-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন কোম্পানীর রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা আবেদন পত্র, সিএ ফার্মের সনদ ও সিএ ফার্মকে পরিশোধিত বিল ও অন্যান্য দলিলাদী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সি.এ ফার্মকে পরিশোধিত বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট কম কর্তন করায় ১,১৩,০৪,১০৫/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে- যা আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ ঃ অর্থ আইন ২০১০ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/ মূসক/২০১১ তাং ১২/১০/২০১১ (যা ১৮-০৮-২০১১ হতে কার্যকর) মোতাবেক সেবা কোড নং এস ০৩৪.০০ এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫২এ মোতাবেক অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্মকে অডিট ফি বাবদ পরিশোধিত বিল হতে যথাক্রমে মূসক (প্রযোজ্য হারে) ও ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট " ০৭ " দ্রষ্টব্য।]

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ইতোমধ্যে আপত্তিকৃত কিছু কিছু টাকা আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।
- আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতি মূলক। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ মোতাবেক আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫২এ মোতাবেক অডিট ফি এর পরিশোধিত বিল হতে ভ্যাট ও আয়কর অদ্যাবধি আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১,১৩,০৪,১০৫/- টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর